যুগান্তর

তারিখ 3 MAY 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অনুমোদন বন্ধে মন্ত্রণালয়ের চিঠি

নতুন আর কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ নয়

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

নতুন আর কোন বেসরকারি মেডিকেল কিংবা ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। বর্তমানে দেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫২টি। প্রভাবশালী মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতাদের চাপের মুখে শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদনপ্রাপ্ত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। জানা গেছে, ৩০ এপ্রিল স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মাহফুজা আক্তার স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে অনুমোদন না দেয়ার এ আদেশ জারি হয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল/ ডেন্টাল,আইএইচটি/ ম্যাটস অনুমোদন কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে এখন থেকে আর কোন নতুন মেডিকেল/ ডেন্টাল কলেজের অনুমোদন দেয়া হবে না। বর্তমান সরকারের আমলে কমপক্ষে ৮টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের ক্ষেত্রে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ ওঠে। এ কলেজগুলো হল— ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, মগবাজার; মার্কস মেডিকেল কলেজ, মিরপুর-১৪; ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, শ্যামলী রিং রোড; ময়নামতি মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা; সিটি মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর; পল্লী মেডিকেল কলেজ, সোনাডাঙ্গা, খুলনা; আদ-দ্বীন সকিনা মেডিকেল কলেজ, যশোর ও বরেন্দ্র মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী। এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটির পেছনে বা মালিকানার সঙ্গে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদসহ প্রভাবশালী মহল জড়িত। এছাড়াও ২০-২৫টি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্তরা বলছেন, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই আপাতত অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এখনও নতুন ৫-৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদনের অপেক্ষায় পাইপলাইনে রয়েছে। এ তথ্য জানিয়ে আগামী ২-৪ মাসের মধ্যেই আবার নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়া শুরু হবে বলে তারা আশংকা করেন। তারা বলেন, বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। নীতিমালা যথাযথ অনুসরণ করা হলে নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন বন্ধ রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। অবাক ব্যাপার হল যারা নীতিমালা তৈরি করেছেন তারাই আবার প্রয়োজনে নীতিমালার শর্তগুলো ভঙ্গ বা রহিত করে অনুমোদন দিচ্ছেন। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১১ (সংশোধিত) অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৫০ আসনে কলেজ স্থাপনের জন্য মেট্রোপলিটন সিটি এলাকায় কলেজের নামে দুই একর জমি অথবা নিজস্ব জমিতে কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণের জন্য এক লাখ বর্গফুট এবং হাসপাতাল ভবনের জন্য এক লাখ বর্গফুট ও মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে চার একর জমি থাকতে হবে। প্রাথমিক একাডেমিক ও হাসপাতাল মিলে সোয়া লাখ বর্গফুট অবকাঠামোসহ ফ্লোর স্পেস থাকলে অনুমোদন দেয়া হয়। তবে পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন দুই লাখ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল নিজস্ব জমিতে করতে হবে। কলেজের নামে তফসিলি ব্যাংকে এক কোটি টাকা জমা রাখতে হবে। একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর দুই বছর আগে প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোসহ ন্যূনতম ২৫০ শয্যার একটি আধুনিক হাসপাতাল (৭০ শতাংশ বেড অকুপেন্সিসহ) থাকতে হবে। একই ক্যাম্পাসে একাডেমিক ও হাসপাতাল ভবন থাকতে হবে। বাংলাদেশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়ন ও ভবিষ্যতে ভালো চিকিৎসক গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমানে বিদ্যমান কলেজগুলোর ওপর মনিটরিং ও সুপারভিশন বাড়াতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন অনুমোদনপ্রাপ্ত মেডিকেল কলেজগুলোর মধ্যে মগবাজারের সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ একর তো দূরের কথা বিঘা পরিমাণ জমির ওপরও গড়ে ওঠেনি। একটি মার্কেটের কয়েক কাঠা জমির ওপর নির্মিত ভবনে অপ্রতুল ফ্লোর স্পেসের ওপর তা নির্মিত হয়। একাডেমিক ভবন ও হাসপাতাল একই ক্যাম্পাসে থাকার কথা থাকলেও অভিযোগ রয়েছে নতুন এ মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবনে হাসপাতাল নেই। পুরনো ঢাকার একটি ক্লিনিককে হাসপাতাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম শ্যামলী রিং রোডে আর হাসপাতাল বাবর রোডে। এ মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল হিসেবে যেটি দেখানো হয়েছে সেটি একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল। ময়নামতি মেডিকেল কলেজ কুমিল্লা মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা ৩০ বেডের একটি ক্লিনিক। এ কলেজের মালিকানার সঙ্গে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) স্থানীয় নেতারা জড়িত থাকার কারণে ক্লিনিক হয়ে গেছে হাসপাতাল! স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক প্রফেসর ডা. খন্দকার মো. সিফায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত স্থায়ী কোন সমাধান নয়, নীতিমালার যথাযথ অনুসরণ করাই আসল কাজ।